স্কুল ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট

(ইন্সটিটিউট ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট-এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত)

সরকারি রেজিস্ট্রেশন নম্বর: এস-৬৮১৩(০১/০৭)

প্রসপেক্টাস

(শিক্ষাবর্ষ ২০২৬)

(মোহাম্মদপুর শাখা)

বাড়ী নং-৫৪/এ, রোড নং-১২

শেখেরটেক, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

মোবাইল: ০১৭০৫-৬৭৯৬০৩

ই-মেইল: info@scdbd.org

ওয়েবসাইট: www.scdbd.org

সূচনা বক্তব্যঃ

ইন্নাল হামদালিল্লাহ! ওয়াস্‌সলাতু ওয়াসসালামু ‘আলা রাসূলিল্লাহ। ইসলামনিষ্ঠ প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম!

সাম্প্রতিক কয়েক দশকে আমাদের দেশে ইসলামি শিক্ষার নামে বহু স্কুল ও কিন্ডার গার্টেন স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এগুলোর অধিকাংশই শেষ পর্যন্ত ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের অনাকাঙ্খিত অনুকরণের পথে ধাবিত হয়েছে। এ ধরনের গতানুগতিকতা পরিহার করে একটি উত্তম শিক্ষা উপস্থাপন করাই আমাদের অঙ্গীকার।

স্কুল ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (SCD) হচ্ছে একটি ব্যতিক্রমী শিক্ষা কার্যক্রম। সময়ের শেষ পরিক্রমা পর্যন্ত সর্বাবস্থায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা প্রদত্ত শাশ্বত ইসলামি ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরাই এর প্রয়াস। আমাদের ইচ্ছা জাগতিক শিক্ষার সাথে পরকাল ভিত্তিক জীবন চেতনা ও ইসলামি মূল্যবোধের একটি যথাযথ সমন্বয় গড়ে তোলা। আমাদের সাধনা হবে আল্লাহ তা’আলার আনুগত্যকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা এবং এর মুক্বাবিলায় চলমান বা দৃশ্যমান ভুল আক্বীদাহ এবং অন্য যে কোনো ভুল বিষয় বা বিষয়সমূহকে প্রত্যাখ্যান করা। স্কুল ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট তার অভিযাত্রায় যে দৃষ্টিকল্প (Vision) পালন করবে এবং যে কারিকুলাম এখানে ব্যবহৃত হবে, সে সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা এ বুকলেটে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা আশা করি চিন্তাশীল অভিভাবক, যাঁরা মহান আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন অনুশীলনে বদ্ধপরিকর, তাঁদের জিজ্ঞাসু ও কৌতূহলী মনে এ আহ্বান যথাযথ সাড়া জাগাবে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

১২ বছর বয়স পূর্তির পূর্বে জীবন ও শিক্ষা অর্জনের প্রারম্ভিক বছরগুলো শিশুদের জীবন গঠনের দিক থেকে নিঃসন্দেহে একটি নাজুক বা সংবেদনশীল পর্যায়। এ সময়ে তাদের চিন্তা ও চেতনায় যদি ভুল আক্বীদাহ ও মূল্যবোধ প্রোথিত হয়, তাহলে জীবনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সেটা অবলোপন করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। পিতা-মাতা, শিক্ষক-অভিভাবক, আমরা যারা দৃঢ় ঈমান নিয়ে সীরাতুল মুসতাক্বীমের পথে এগিয়ে যাওয়া কামনা করি, তারাও অনেকেই মারাত্মক রকমের ভুল করে চলেছি। আমরা 'আধুনিক শিক্ষা' 'আলোকিত জীবন' প্রভৃতির চিত্তাকর্ষক আহ্বানে বিভ্রান্ত হয়ে ঈমান আক্বীদাহ বিবর্জিত এবং ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক চেতনা সম্পন্ন জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ব্যবস্থা এবং তাদের কাছ থেকে পাওয়া বিপুল বই, সাহিত্য এবং তাদের চিন্তা-চেতনা সৃষ্ট বিষয়বস্তু কোন প্রকার বাছ-বিচার ছাড়াই আমাদের সন্তানদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছি। বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকে ধর্মান্তরিত ইউরোপীয় মনীষী মুহাম্মদ আসাদ এ সমস্যাটিকেই তাঁর লেখনীতে তুলে ধরেছিলেন এভাবে:

"Except in rare cases, where a particularly brilliant mind may triumph over the educational matter. Western education of Muslim youth is bound to undermine their will to believe in the message of the prophet, their will to regard themselves as representatives of the religiously-motivated civilization of islam." (পৃষ্ঠা-৬৩, Islam at the crossroads, আসাদ)

সংগত কারণেই সম্ভাব্য বিপর্যয় এড়াতে পাশ্চাত্য সাহিত্য, মূল্যবোধ, কৃষ্টি, নৈতিকতা (মূলত অনৈতিকতা) প্রভৃতির শ্রেষ্ঠত্বের অমূলক ধারণা তাদের অপরিপক্ক অথচ নিষ্কলুষ ও দূষণমুক্ত মস্তিষ্কে অনুপ্রবেশ করার

আগেই সেখানে আল্লাহ তা'আলার দ্বীন এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহ সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণার ভিত গড়ে দিতে হবে। আমরা, শিশুদেরকে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা, কুরআনের আরবি শিক্ষা এবং তাজউইদ (শুদ্ধ উচ্চারণে কুরআন তিলাওয়াত) প্রশিক্ষণ দেব ইনশা'আল্লাহ! সাথে থাকবে বাংলা, ইংরেজি, গণিত, পরিবেশ বিজ্ঞান এবং সামাজিক বিজ্ঞান। সময়ের সাথে সাথে একটি করে ক্লাস বৃদ্ধি করতে করতে, আমরা ইনশা'আল্লাহ এখন দশম শ্রেণি পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানে শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা। সাথে কুরআনের আরবি এবং ইংরেজি ভাষাও যথাযথ গুরুত্ব সহকারে শিক্ষা দান করা হবে ইনশা'আল্লাহ্, যাতে শিক্ষার্থীরা সময় ও পরিবেশের চাহিদা ও প্রয়োজনের উপযোগী হয়ে গড়ে উঠতে পারে। কুরআন-হাদীস এবং সম্ভাব্য সকল ইসলামি উৎস থেকে আমরা পাঠ উপকরণ সংগ্রহ করতে চেষ্টা করবো। ইতিহাস পড়াতে আমরা প্রথমেই বেছে নেব ইসলামের সোনালী অতীত। একইভাবে, পরিবেশ বিজ্ঞানের বেলায় আমরা আল-কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা যে সমস্ত নিদর্শনের উল্লেখ করেছেন, সেগুলোকে সম্পৃক্ত করে পাঠদান করবো। এভাবে আমরা চাইবো ১২ বছর বয়সে পৌঁছানোর পূর্বেই শিশু যেন ইসলামি জ্ঞান ও মূল্যবোধের একটি মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে যায়। আমরা আরও চাইবো যে আমাদের শিক্ষার্থীরা যেন মুসলিম হিসেবে বেড়ে ওঠে এবং মৃত্যু পর্যন্ত মুসলিম থাকে, ইন-শা-আল্লাহ। এছাড়াও আমরা চাইব: জীবনের কোনো সন্ধিক্ষণে যদি দ্বীন ও দুনিয়ার মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হয়, তবে যেন আমাদের শিক্ষার্থীরা দ্বীনকে প্রাধান্য দেয় এবং দুনিয়াবি ক্ষতি মেনে নিয়েও আখিরাতকে অগ্রাধিকার দেয়, ইনশাআল্লাহ।

দেশের পরিবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা অনুযায়ী আমরা ছাত্র-ছাত্রীদেরকে জাতীয় কারিকুলামের অনুবর্তী করে তুলব, যাতে তারা হালাল কর্মসংস্থান ও পরিচ্ছন্ন জীবন নির্বাহের সংগ্রামে সফলভাবে আত্মনিয়োগ করতে পারে। আমরা বাংলাদেশে বসে তাদের যুক্তরাষ্ট্র বা যুক্তরাজ্যের স্বপ্ন দেখাবো না। সবাইকে ছেড়ে একা ভালো থাকার স্বার্থপর স্বপ্ন নয়; বরং আল্লাহ্ তাঁর "কুদর" অনুযায়ী যে আমাদের, বহু নিয়ামতের এই ভূ-খন্ডে জন্ম দিয়েছেন-সেজন্য শুকরিয়া জানিয়ে, এই ভূ-খন্ড নিয়ে ভালো থাকার স্বপ্ন দেখাবো ইনশা'আল্লাহ।

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ:

ইনস্টিটিউট ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (ICD) সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত ICD–র একটি সাব-কমিটি, স্কুল ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টের (SCD) ম্যানেজিং কমিটি হিসেবে কাজ করবে এবং স্কুলের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্বে থাকবে।

প্রশাসন:

প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাগত দিক পরিচালিত হবে পেশাগতভাবে দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলীর দায়িত্বে। প্রশাসন, হিসাব, নিরাপত্তা প্রভৃতি কাজ সম্পন্ন করতে নিয়োজিত থাকবে আলাদা একটি উপযুক্ত টিম।

পাঠ্যসূচি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়:

ইনস্টিটিউট ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (ICD) [৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি টিম] উপরে বর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোকে পাঠ্যসূচি প্রণয়নের কাজে রত আছে। এটি ধারাবাহিক গবেষণাধর্মী একটি কর্মসূচি হিসেবে অব্যাহত থাকবে। ইসলামের আদর্শিক দিক এবং হারাম নয় এমন পার্থিব বিষয়াদির বাস্তবানুগ চাহিদার ভিত্তিতে পাঠ্যসূচির মানোন্নয়নের জন্য সংযোজন ও পরিমার্জনের প্রচেষ্টা দীর্ঘ মেয়াদী একটি কার্যক্রম হিসেবে থাকবে।

স্কুল ইউনিফর্ম, শিক্ষা উপকরণ এবং সময়ানুবর্তিতা:

স্কুলে প্রতিদিন শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত স্কুল ইউনিফর্ম পরিধান করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্কুলে প্রবেশ করবে। সঠিকভাবে ইউনিফর্ম পরিধান করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্কুলে প্রবেশ করতে না পারলে উক্ত দিন শিক্ষার্থী স্কুলে প্রবেশের অনুমতি পাবে না। এছাড়া, নার্সারি-৪র্থ শ্রেণি পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থী স্কুল নির্ধারিত ব্যাগ, টিফিন বক্স, পেন্সিল বক্স ইত্যাদি শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করবে।

শ্রেণি বিন্যাস

	শ্রেণি	বয়স
নার্সারিতে থেকে ছেলে ও মেয়েদের জন্য রয়েছে পৃথক ক্লাসরুম	নার্সারি	৪-৫ বছর
	কেজি	৫-৬ বছর
	১ম শ্রেণি	৬-৭ বছর
	২য় শ্রেণি	৭-৮ বছর
	৩য় শ্রেণি	৮-৯ বছর
	৪র্থ শ্রেণি	৯-১০ বছর
	৫ম শ্রেণি	১০-১১ বছর
	৬ষ্ঠ শ্রেণি	১১-১২ বছর
	৭ম শ্রেণি	১২-১৩ বছর
	৮ম শ্রেণি	১৩-১৪ বছর
	৯ম শ্রেণি	১৪-১৫ বছর
	১০ম শ্রেণি	১৫-১৬ বছর

পাঠ্য বিষয়ঃ

পর্যায়ক্রমে এসএসসি পর্যন্ত নিম্নের বিষয়গুলোতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে:

ক) ইংরেজি খ) বাংলা গ) হিফজুল কুরআন (আংশিক), কুরআনের আরবি ভাষা এবং ইসলামিক স্টাডিজ ঘ) পরিবেশ বিজ্ঞান ঙ) স্বাস্থ্য শিক্ষা চ) সাধারণ গণিত ছ) নৈর্ব্যক্তিক গণিত জ) পদার্থ বিদ্যা ঝ) রসায়ন ঞ) জীব বিজ্ঞান ট) ইতিহাস ঠ) ভূগোল ড) অর্থনীতি ঢ) কম্পিউটার বিজ্ঞান। স্কুলের শিক্ষাবর্ষ হবে জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত এবং এটি দুইটি টার্মে বিন্যস্ত হবে।

আল-কুরআন হিফজ ও আরবি ভাষা শিক্ষা:

আল-কুরআন হিফজ:

শিক্ষার্থীরা সাধারণত নার্সারি, কেজি ও ১ম শ্রেণিতে কায়দা ও আম্মাপারা অধ্যয়ন করে। ১ম/২য় শ্রেণিতে আল-কুরআন রিডিং (নাজেরা) পড়বে এবং ২য়/৩য় শ্রেণি থেকে শিক্ষার্থীরা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী আল-কুরআন হিফজ করবে, ইন-শা-আল্লাহ।

আরবি ভাষা শিক্ষা:

আরবি ভাষা শিক্ষা কারিকুলামের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ১০ম শ্রেণির মধ্যে একজন শিক্ষার্থী সাবলীলভাবে আল-কুরআনের সরল অর্থানুবাদ করতে পারবে এবং প্রয়োজনীয় আরবি ব্যাকরণ শিখবে।।

আরবি ভাষা শিক্ষার ধাপসমূহ:

নার্সারি, কেজি: আরবি অক্ষরজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।

১ম ও ২য় শ্রেণি: আরবি ভাষার মৌলিক কিছু নিয়মাবলি, আরবি লেখা, ইমলা এবং কুরআনভিত্তিক কিছু শব্দ মুখস্থ করবে।

৩য়-৫ম শ্রেণি: কুরআনভিত্তিক আরবি ব্যাকরণ শেখা এবং আল-কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে তার প্রয়োগ শিখবে ও অনুশীলন করবে।

৬ষ্ঠ-৭ম শ্রেণি: সম্পূর্ণ আল-কুরআন শব্দে শব্দে তরজমা করা শিখবে পাশাপাশি আরবি ব্যাকরণের প্রয়োগ শিখবে ও চর্চা করবে।

৮ম-১০ম শ্রেণি: উস্তাজ/উস্তাজার কাছে আল-কুরআনের অনুবাদ শোনাবে এবং নির্বাচিত আয়াতের তাফসির শিখবে, ইন-শা-আল্লাহ।

** তবে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আল-কুরআন এবং আরবি ভাষা শিক্ষার বিষয়টি ক্লাস বা বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত হবে না। বরং যার যার দক্ষতা অনুযায়ী লেভেল নির্ধারণ করা হবে।

শিক্ষক-অভিভাবক সভা:

প্রতিটি প্যারেন্টস মিটিং-এ সাধারণত স্কুলের কনভেনার, প্রিন্সিপাল, ভাইস-প্রিন্সিপাল ও ক্লাস টিচার উপস্থিত থেকে অভিভাবকের সাথে আলাদাভাবে (One-to-One) মিটিং করেন। প্যারেন্টস মিটিং-এ একজন শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করার সুযোগ থাকে ও পারস্পরিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে ফলপ্রসূ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। তাই উক্ত মিটিংগুলোতে অংশগ্রহণ করা একান্ত জরুরী। প্যারেন্টস মিটিং-এ অভিভাবকদের উপস্থিতি স্কুল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং পরবর্তীতে যে কোন বিষয়ে মতামত গ্রহণের ক্ষেত্রে তা বিবেচনায় আনা হয়।

এক্সট্রা কারিকুলার কার্যক্রম:

শিক্ষার্থীদের সার্বিক উন্নতির জন্য আর্টস এন্ড ক্রাফটস ও বিজ্ঞান মেলা, ক্বিরাত প্রতিযোগিতা, কুইজ প্রতিযোগিতা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, দেয়ালিকা, সেমিনার ও আলোচনা অনুষ্ঠান প্রভৃতি আয়োজন করা হবে। এছাড়া প্রতি বছর শিক্ষা-বিনোদন ভ্রমণ আয়োজন করা হবে এবং শিক্ষার্থীদেরকে বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা অর্জনের ব্যবস্থা করা হবে। শিক্ষার্থীরা বিনোদনের পাশাপাশি শিক্ষা অর্জনেও যাতে অগ্রণী হয় সে জন্য তাদেরকে এসব কাজে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা হবে।

এছাড়া ১ম থেকে ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় স্কিল ডেভেলপ করার জন্য ছেলে ও মেয়েদের উপযোগী কিছু এক্সট্রা কারিকুলার কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত করা হবে, ইন-শা-আল্লাহ।

অবকাঠামো ও অন্যান্য সুবিধাদি

সাইন্স ল্যাব

এস সি ডি'র নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য একটি সাইন্স ল্যাব রয়েছে। এখানে শিক্ষার্থীরা পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও জীববিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় প্রায়োগিক ক্লাস করতে পারবে। ল্যাবটিতে শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে শেখার সুযোগ নিশ্চিত করা হয়। প্রয়োগভিত্তিক এই শিক্ষার মাধ্যমে তারা পরীক্ষার জন্য যেমন প্রস্তুত হবে, তেমনি বাস্তব জীবনের বিজ্ঞানচর্চার প্রাথমিক ধারণাও পাবে।

গ্রন্থাগার

এস সি ডি'র সকল শিক্ষার্থীর জন্য রয়েছে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার। এখানে ইসলামিক, শিশুতোষ, সাহিত্যমূলক ও পাঠ্যবইসহ বিভিন্ন বিষয়ের বই সংগ্রহে রয়েছে। শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত সময়ে বই সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা ফেরত দিতে পারবে।

খেলার মাঠ

এস সি ডি'র নিজস্ব একটি খেলার মাঠ রয়েছে। বিকেল ৪টার পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত ছেলেরা মাঠে খেলাধুলা করতে পারে। নার্সারি-দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত মেয়ে শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত সময় মাঠে খেলার সুযোগ পায়। খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ নিশ্চিত করা আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

সিসিটিভি নিরাপত্তা

এস সি ডি'র প্রতিটি শ্রেণিকক্ষ, করিডোর, সিঁড়ি ও প্রবেশপথে রয়েছে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা। মেয়েদের সেকশনে শ্রেণিকক্ষে শুধুমাত্র অডিও রেকর্ডিং চালু থাকে। তবে সাধারণ চলাচলের স্থান যেমন করিডোর, সিঁড়ি ও প্রবেশপথে অডিও-ভিডিও উভয় রেকর্ডিং চালু থাকে। ছেলেদের সেকশনে সর্বদা অডিও-ভিডিও রেকর্ডিং চালু থাকে।

বৈদ্যুতিক ব্যাকআপ

লোডশেডিং-এর সময় যাতে শ্রেণি কার্যক্রম ব্যাহত না হয়, সেজন্য প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে রয়েছে আইপিএস ব্যাকআপ সুবিধা।

টিফিন ব্যবস্থা

এস সি ডি-তে প্রতিদিন সকল শিক্ষার্থীর জন্য অভিন্ন টিফিন সরবরাহ করা হয়। খাবারে বৈষম্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করতে পারে, তাই বিদ্যালয়ের বাইরে থেকে টিফিন আনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবার নিশ্চিত করতে কমিউনিটির মা-বোনদের তৈরি হোম-মেড খাবারই স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য টিফিন হিসেবে অগ্রাধিকার পায়।

কম্পিউটার ল্যাব

শিক্ষার্থীদের জন্য এস সি ডি'তে রয়েছে একটি আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব। যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার পরিচালনার বেসিক বিষয়সমূহ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

ভর্তি:

এ প্রতিষ্ঠানের সকল পর্যায়েই ভর্তির বিষয়টি আসনের শূন্যতা সাপেক্ষে বিবেচিত হবে। ১ নভেম্বর ২০২৫ থেকে ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য ফরম সরবরাহ করা হবে। ফরম সংগ্রহকারীদের পরবর্তীতে মৌখিক ও লিখিত পরীক্ষার দিন ও সময় জানিয়ে দেওয়া হবে।

নার্সারি শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর শুধুমাত্র মৌখিক পরীক্ষা ও অভিভাবকের সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমে ভর্তির বিষয়টি বিবেচনা করা হয়। কেজি থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়। মৌখিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সাথে বাবা-মা উভয়ের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক।

এছাড়া, আসনের শূন্যতা সাপেক্ষে বছরের অন্যান্য সময়ে ভর্তির বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

ফি এবং প্রদেয় অন্যান্য অর্থের হার:

	খাত	মূল্য	পরিশোধের নিয়ম
০১	আবেদন ফরম	৫০০/-	প্রতি ফরম
০২	ভর্তি ফি	১০,০০০/-	প্রথমবার ভর্তির সময়
০৩	মাসিক বেতন (নার্সারি ও কেজি)	৩,৫০০/-	মাসিক
০৪	মাসিক বেতন (১ম - ৫ম শ্রেণি)	৪,০০০/-	মাসিক
০৫	মাসিক বেতন (৬ষ্ঠ - ১০ম শ্রেণি)	৪,৫০০/-	মাসিক
০৬	বার্ষিক চার্জ	৬,০০০/-	প্রতি বছর

মাসিক বেতনের মধ্যে কুরআন হিফজ, আরবি ভাষা, জেনারেল বিষয়সমূহের ক্লাস, প্রাত্যহিক টিফিন এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি অন্তর্ভূক্ত। এর বাইরে অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষার ফি ৫০০ টাকা আলাদাভাবে দিতে হয়।

টিউশন ফি প্রত্যেক মাসের ৮ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।

ক্লাস সময়

নার্সারী	:	৯:০০ - ১১:০০ (মর্নিং শিফট)
নার্সারী	:	১১:৩০ - ১:৩০ (ডে শিফট)
কে.জি.	:	৮:০০ - ১০:৩৫ (মেয়ে)
কে.জি.	:	১১:০০ - ১:৩৫ (ছেলে)

মেয়েদের শিফট

১ম-২য় শ্রেণি	:	সকাল ৭:১০ - ১২:১৫
৩য়-১০ম শ্রেণি	:	সকাল ৭:১০ - ১:০০

ছেলেদের শিফট

১ম-২য় শ্রেণি	:	সকাল ৮:৪৫ - ১:৫০
৩য়-১০ম শ্রেণি	:	সকাল ৮:০০ - ১:৫০

শনিবারের বিশেষ হিফয ক্লাস:

প্রতি শনিবার শুধুমাত্র হিফজ বিভাগের শিক্ষার্থীরা ৩:০০-৪:০০ ঘন্টা সময়ের জন্য স্কুলে আসবে এবং বিগত সপ্তাহের মুখস্তকৃত পড়া শোনাবে।

** সূর্যোদয়ের সময়ের তারতম্যের কারনে ক্লাস শুরুর সময় পরিবর্তনশীল।*

বার্ষিক ও অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষার মানবন্টন:

প্রতি বছর মোট ২টি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। অর্ধ-বার্ষিক এবং বার্ষিক। উক্ত পরীক্ষাসমূহের মানবন্টন হবে নিম্নরূপ:

- ক্লাস টেস্ট (CT) - ১০%
- ক্লাস পারফরমেন্স, উপস্থিতি, আদব/আখলাক: ১০%
- অর্ধ-বার্ষিক/বার্ষিক পরীক্ষা - ৮০%

বার্ষিক পরীক্ষার সিলেবাসের সাথে অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষার ৩০%-৪০% সিলেবাস পুনরায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়। প্রতিটি বিষয়ের ফলাফল ৫০/১০০তে প্রকাশ করা হয়

নিয়মিত ছুটি ও বিশেষ অবকাশ সুবিধা:

• সপ্তাহে সাধারণত দুই দিন ছুটি থাকবে। ছুটির দিন হবে শুক্রবার ও শনিবার। তবে হিফজজের শিক্ষার্থীরা শনিবারে ৩/৪ ঘন্টার জন্য স্কুলে আসবে।

• রমাদান মাসে স্কুলের সকল কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। তবে ২০ রমাদান পর্যন্ত হিফজ/নাজেরা ক্লাস চলবে।

• এছাড়া প্রত্যেক বার্ষিক পরীক্ষার পর সংক্ষিপ্ত অবকাশ দেওয়া হবে।

• সরকার ঘোষিত ছুটির দিনসমূহে স্কুল কার্যক্রম সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে।

শৃঙ্খলা:

প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-নীতি নিষ্ঠার সাথে মেনে চলতে হবে। যেমন: সঠিক সময়ের মধ্যে স্কুলে প্রবেশ, সঠিকভাবে স্কুল উইনিফর্ম পরিধান, নিয়মিত হাত ও পায়ের নখ কাটা এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্নতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া, পরীক্ষার হলে অসদুপায় অবলম্বন না করা, ইত্যাদি। কোন শিক্ষার্থী প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-নীতির যথাযথ অনুসরণে ব্যাঘাত ঘটালে বা তার আচরণ সন্তোষজনক নয় বলে প্রতীয়মান হলে কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীকে যেকোনো সময় বহিষ্কার করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।

স্কুল ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট

প্রধান শাখা

বাড়ি নং-৫৪/এ, রোড নং-১২, শেখেরটেক,

মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

মোবাইল: ০১৭০৫-৬৭৯৬০৩

শান্তিনগর শাখা

৬২/৭ শান্তিনগর (পল্টন প্লাজার পূর্বে)

ঢাকা-১২১৭

মোবাইল: ০১৩০০-৫৬০ ৬৫৭

সিলেট শাখা

বাসা নং ৪৫, উর্মি আবাসিক এলাকা

পশ্চিম শিবগঞ্জ, সিলেট

মোবাইল: ০১৬০০ ৩১৯ ৯৯৯

ই-মেইল: info@scdbd.org

ওয়েবসাইট: www.scdbd.org